

রবি · খরিফ-১ · খরিফ-২

সবজি চাষের ক্যালেন্ডার

কোন মাসে কী বুনবেন — বাংলাদেশের তিন মৌসুম, বারো মাস। সরকারি কৃষি বিভাগের (DAE) মৌসুম ধরে সাজানো।



এই ক্যালেন্ডারে যা পাবেন

তিন মৌসুম · বারো মাসের তালিকা · চারা তৈরির সময় · মৌসুমভেদে যত্ন

বাংলাদেশের তিন মৌসুম

সবজি চাষে সময়টাই বেশির ভাগ ফলাফল ঠিক করে দেয়। শীতের সবজি গরমে লাগালে গাছ বড় হয়, কিন্তু ফুল বা ফল ধরে না — যত যত্নই করুন। বাংলাদেশে সরকারি হিসাবে চাষের মৌসুম তিনটি।

মৌসুম	সময়কাল	যে সবজি ভালো হয়
রবি শীতকালীন	১৬ অক্টোবর – ১৫ মার্চ শীত, শুষ্ক	টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, মুলা, পালং, ধনিয়া, মটরশুঁটি, বিট
খরিফ-১ গ্রীষ্মকালীন	১৬ মার্চ – ৩০ জুন গরম, প্রাক-বর্ষা	টেঁড়স, করলা, ঝিঙে, ধুন্দল, শসা, বেগুন, মরিচ, লাল শাক
খরিফ-২ বর্ষাকালীন	১ জুলাই – ১৫ অক্টোবর বর্ষা, আর্দ্র	লাউ, পুঁই শাক, শিম, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, বর্ষাসহিষ্ণু শাক

"জায়েদ" নামে কোনো মৌসুম বাংলাদেশে নেই

অনলাইনে অনেক লেখায় "জায়েদ মৌসুম" পাবেন — সেটি ভারতীয় পরিভাষা, বাংলাদেশের সরকারি কাঠামোতে নেই। এখানে মৌসুম তিনটিই: রবি, খরিফ-১ ও খরিফ-২। ভুল মৌসুম ধরে পরিকল্পনা করলে বপনের সময়ও ভুল হয়ে যায়।

মৌসুম মিলিয়ে লাগালে কী বদলায়

প্রতিটি সবজির জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও দিনের আলো দরকার। সঠিক মৌসুমে লাগালে গাছ কম যত্নেই সুস্থ থাকে, পোকা ও রোগ কম হয়, ফলনও বাড়ে। নতুন অবস্থায় মৌসুম মেনে চলাই সবচেয়ে কম ঝুঁকির পথ — তাতে বাকি ভুলগুলো ক্ষমা পেয়ে যায়।

মৌসুম বদলালে যত্নও বদলায়

মৌসুম	মূল সমস্যা ও সমাধান
রবি শীত	পানি কম লাগে। কুয়াশা-শিশিরে ছত্রাক রোগ হয় — গাছে গাছে ফাঁক রাখুন, সকালে পাতা যেন শুকিয়ে যায়।
খরিফ-১ গ্রীষ্ম	রোদ ও পানি দুটোই বেশি লাগে। দুপুরের কড়া রোদে কচি চারা পুড়ে যায় — দরকারে হালকা ছায়া দিন।
খরিফ-২ বর্ষা	অতিরিক্ত পানিই মূল শত্রু। টবের নিষ্কাশন খোলা রাখুন, গোড়া-পচা রোগে সতর্ক থাকুন।

পুরো গাইড অনলাইনে পড়তে: [সারা বছরের সবজি চাষের ক্যালেন্ডার](#)

মাসভিত্তিক তালিকা — বারো মাস

চলতি মাসের ঘরটি দেখলেই আজ কী বুনবেন তা পেয়ে যাবেন। বাংলা মাস পাশে দেওয়া আছে, কারণ বীজতলার হিসাব বাংলা মাসেই সহজে মেলে।

মাস	মৌসুম	যা বপন বা রোপণ করবেন
জানুয়ারি পৌষ-মাঘ	রবি	শীতের শাক চলমান; গ্রীষ্মের আগাম চারার পরিকল্পনা শুরু
ফেব্রুয়ারি মাঘ-ফাল্গুন	রবি শেষ	টেঁড়স ও করলার আগাম চারা; ডাঁটা শাক
মার্চ ফাল্গুন-চৈত্র	খরিফ-১ শুরু	টেঁড়স, করলা, ঝিঙে, শসা ও লাল শাকের বীজ
এপ্রিল চৈত্র-বৈশাখ	খরিফ-১	বেগুন ও মরিচের চারা রোপণ; লতা সবজিতে মাচা তুলুন
মে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	খরিফ-১	ডাঁটা শাক, পুঁই শাক; গ্রীষ্মের ফসল তোলা চলছে
জুন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	খরিফ-১ শেষ	লাউ ও কুমড়ার চারা; বর্ষার নিষ্কাশন প্রস্তুতি
জুলাই আষাঢ়-শ্রাবণ	খরিফ-২ শুরু	লাউ, পুঁই শাক, শিম, মিষ্টি কুমড়া
আগস্ট শ্রাবণ-ভাদ্র	খরিফ-২	পুঁই ও লাল শাক, বর্ষাসহিষ্ণু শাক; আগাম জাতের রবি বীজতলা শুরু
সেপ্টেম্বর ভাদ্র-আশ্বিন	খরিফ-২ শেষ	টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপির চারা তৈরি — মাঝারি ও নাবী জাতের মূল সময়
অক্টোবর আশ্বিন-কার্তিক	রবি শুরু	চারা রোপণ; মুলা ও পালং সরাসরি বপন
নভেম্বর কার্তিক-অগ্রহায়ণ	রবি	গাজর, বিট, মটরশুঁটি, ধনিয়া, শীতের শাক
ডিসেম্বর অগ্রহায়ণ-পৌষ	রবি	শীতের সব সবজি চলমান; নিয়মিত ফসল তোলা

অক্টোবরের অপেক্ষা করবেন না

রবি মৌসুম অক্টোবরে শুরু হয় না — শুরু হয় **বীজতলা দিয়ে**। আগাম জাতের বীজতলা ভাদ্রে (আগস্ট), আর মাঝারি ও নাবী জাতের আশ্বিন-কার্তিকে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)। **এ** আগাম, মাঝারি ও নাবী **আলাদা জাত** — একই বীজ আগে বুনলে হয় না। মাঝারি জাত ভাদ্রে বুনলে গাছ বড় হয়, কিন্তু কার্ড বাঁধে না। পরের পাতায় হিসাবটা দেওয়া আছে।

মৌসুম ধরে বিস্তারিত: [বর্ষায় কোন সবজি লাগাবেন](#) · [রবি মৌসুমের পূর্ণ গাইড](#) · [করলায় বেশি স্ত্রী ফুল](#)

চারা কখন তৈরি করবেন

টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন ও মরিচ সরাসরি টবে বোনা যায় না — এদের আগে বীজতলায় বা ট্রেতে চারা তুলে, ৩০-৩৫ দিন বয়সে মূল টবে বসাতে হয়। তাই মৌসুম শুরুর ৪-৬ সপ্তাহ আগে বীজ বুনতে হয়। ফুলকপি ও বাঁধাকপির আগাম, মাঝারি ও নাবী — তিন শ্রেণির আলাদা জাত হয়, আর প্রতিটির বীজতলার সময় আলাদা। বীজ কেনার সময় প্যাকেটে কোন শ্রেণি লেখা আছে দেখে নিন।

কাজ	সময়	মনে রাখার কথা
রবির বীজতলা আগাম জাত	ভাদ্র আগস্ট	আগাম ফুলকপি-বাঁধাকপির আলাদা জাত লাগে; বৃষ্টি থেকে আড়াল রাখুন
রবির বীজতলা মাঝারি ও নাবী জাত	আশ্বিন-কার্তিক সেপ্টেম্বর – অক্টোবর	বেশির ভাগ বাগানির জন্য এটাই মূল সময়
চারা রোপণ	আশ্বিন-কার্তিক সেপ্টেম্বর – অক্টোবর	৩০-৩৫ দিন বয়সী, ৪-৫টি পাতাওয়ালা চারা
সরাসরি বপন	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ অক্টোবর – নভেম্বর	মুলা, গাজর, পালং — এদের চারা করা যায় না
গ্রীষ্মের আগাম চারা	মাঘ-ফাল্গুন ফেব্রুয়ারি	টেঁড়িস, করলা — আগাম ফসলের জন্য
যেগুলোর চারা করবেন না	গাজর, মুলা ও শালগমের মতো মূল-জাতীয় সবজি সরাসরি টবেই বুনুন। চারা করে বসালে শিকড় বেঁকে যায়, আর যে অংশটা খাবেন সেটাই নষ্ট হয়।	
টবের গভীরতা আগে দেখুন	শাকের জন্য ১৫ সেমি, টমেটো-বেগুনের জন্য ৩০ সেমি, লাউয়ের জন্য ৩৫ সেমি গভীরতা লাগে। চারা ভালো হলেও অগভীর টবে ফলন আসবে না।	

বিস্তারিত: [শীতকালীন চারা তৈরির গাইড](#) · [চারা রোপণের নিয়ম](#)

ক্যালেন্ডারটা কাজে লাগানোর চারটি নিয়ম

- ১ **আগে চারা, পরে মৌসুম।** মৌসুম শুরুর ৪-৬ সপ্তাহ আগে বীজতলা ফেলুন। মৌসুম শুরুর দিনে বীজ বুনলে আপনি ইতিমধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন।
- ২ **শাক একসঙ্গে বুনবেন না।** ১৫ দিন পরপর অল্প অল্প বুনুন। একটির ফসল শেষ হতে হতে পরেরটি তৈরি হয়ে যাবে, ফলে সারা মৌসুম টাটকা শাক পাবেন।
- ৩ **এক মৌসুম শেষের আগেই পরেরটির প্রস্তুতি।** ফসল তোলার অপেক্ষায় বসে থাকলে পরের মৌসুমের চারার সময় পেরিয়ে যায়।
- ৪ **টব খালি হলে মাটি নতুন করে নিন।** নতুন কম্পোস্ট মিশিয়ে, সম্ভব হলে ভিন্ন গোত্রের সবজি লাগান — একই রোগ-পোকা বারবার ফিরে আসে না।

অঞ্চলভেদে এক-দুই সপ্তাহ হেরফের

উত্তরবঙ্গে শীত আগে নামে, দক্ষিণে দেরিতে। তাই ক্যালেন্ডারের তারিখ ১-২ সপ্তাহ এদিক-ওদিক হতে পারে — আপনার এলাকার প্রথম শীতের হাওয়া দেখেই ধরে নিন।

শুরু করতে চাইলে

একদম নতুন হলে নতুনদের গাইড দিয়ে শুরু করুন। ছাদ বা বারান্দায় করতে চাইলে ছাদ ও বারান্দা বাগানের গাইড, আর পুরো পদ্ধতি একসঙ্গে দেখতে ঘরে সবজি চাষের সম্পূর্ণ গাইড।

নিজের মাটি। নিজের খাবার।